Dr. Sumita Dutta

PHIA, Semester 5, CC 11, Sem I, CC 1

Buddhi & its Division
(বুদ্ধি ও তার বিভাগ)

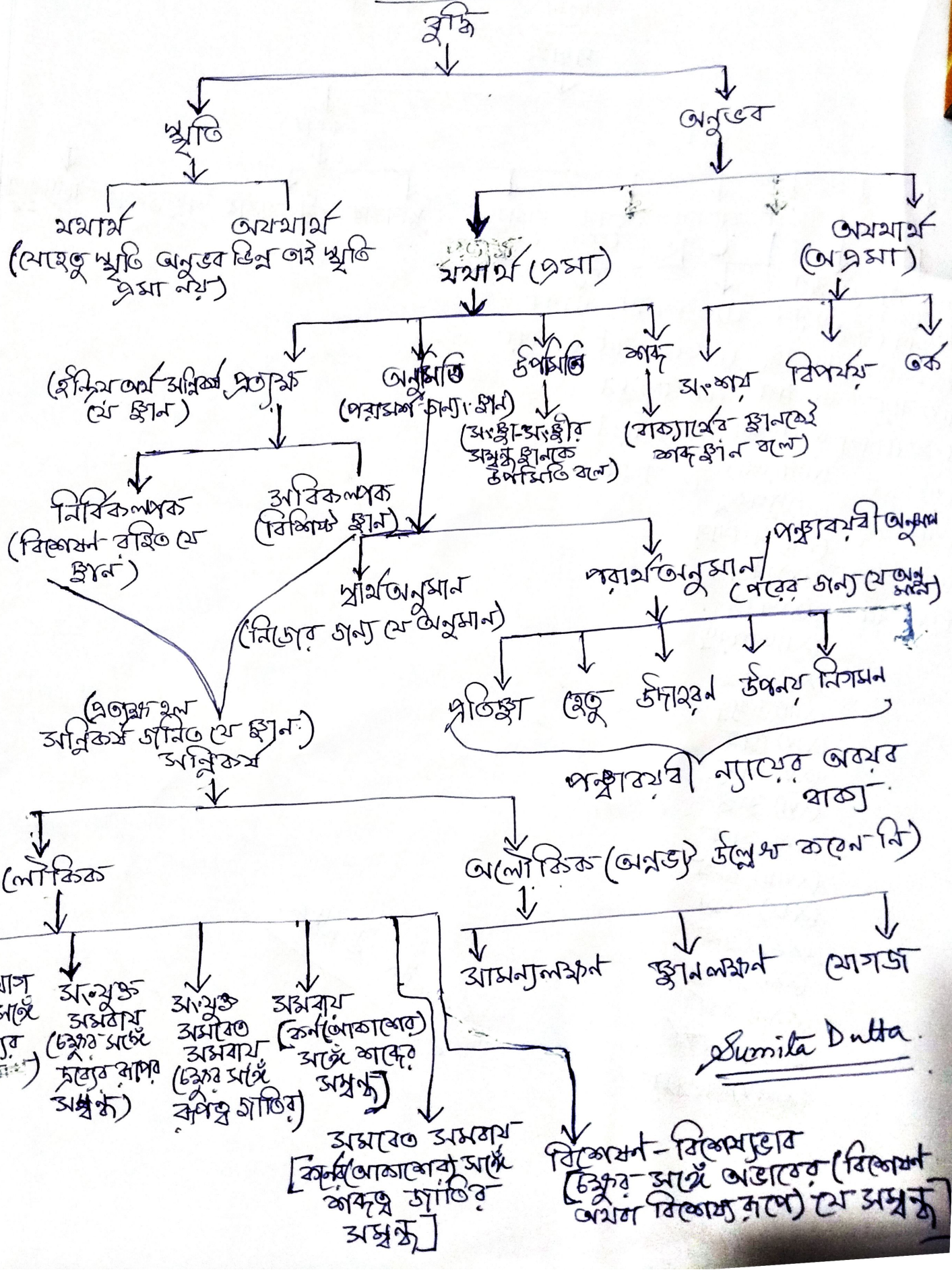

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta

হিউমের দর্শনে জ্ঞানের উপাদান — মুদ্রণ ও ধারণা ও তার গুরুত্ব

➤ হিউম আমাদের মনের যাবতীয় উপকরণকে প্রত্যক্ষণ বলেছেন, যেমন: অনুভব করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা ইত্যাদি। এ সমস্ত উপকরণ বা প্রত্যক্ষণের মূলে হল অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

অভিজ্ঞতা (জ্ঞানের একমাত্র উৎস)
↓
প্রত্যক্ষণ (মনের যাবতীয় উপকরণ)
↓
- মুদ্রণ
  - সরল
  - জটিল
- ধারণা
  - সরল
  - জটিল

➤ প্রত্যক্ষণ দুই প্রকার — মুদ্রণ ও ধারণা। যখন আমরা কিছু দেখি, অনুভব করি, শুনি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, কামনা বা ইচ্ছা করি, তখন সেই সজীব প্রত্যক্ষণই হল মুদ্রণ বা সংবেদন, আর ঐ সব সংবেদন সম্পর্কে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা স্মরণ করি, তখন সেই কম সজীব প্রত্যক্ষণ হল ধারণা।

➤ নির্জীব প্রত্যক্ষণ রূপ ধারণা হল অতীত প্রত্যক্ষণরূপ মুদ্রণের অনুলিপি মাত্র। অর্থাৎ ধারণা হল মুদ্রণের প্রতিরূপ।

➤ মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং সেইহেতু ধারণার কারণ। কারণ ছাড়া যেমন কার্য হয় না। তেমন মুদ্রণ না থাকলে ধারণা হয় না। মুদ্রণ হল ধারণার ভিত্তি। ধারণামাত্রই মুদ্রণ নির্ভর।

➤ তত্ত্বটির গুরুত্ব :— 'ধারণা মাত্রই যে মুদ্রণ ভিত্তিক বা মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না' — এই নিয়মটি হিউমের দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিউমের সমগ্র দর্শন এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। হিউম বলেছেন:- "দর্শনে ব্যবহৃত কোন শব্দ অর্থহীন কিনা, এমন সংশয় কখনো দেখা দিলে আমাদের এটাই নির্ধারণ করতে হবে যে, শব্দটির অর্থ বা ধারণার মূলে কোন মুদ্রণ আছে অথবা নেই। ধারণাটি মুদ্রণভিত্তিক হলে তা অর্থপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হবে, মুদ্রণ-ভিত্তিক না হলে, অর্থহীন রূপে গ্রাহ্য হবে।

Sumita Dutta

— X —

Dr. Sumita Dutta

Semester 5, PHIA, DSE-B1 (A)
Semester 2, PHIA, CC4

HUME'S THEORY OF CAUSALITY
কার্য-কারণ সম্পর্কে হিউম-এর মতবাদ
— অভ্যাস-সংযোগতত্ত্ব

➤ হিউমের লক্ষ্য দুটি, তিনি (ক) প্রথমে কার্য-কারণ সংক্রান্ত প্রচলিত অবশ্যম্ভাব-সম্বন্ধ মতবাদ খণ্ডন করেন ও পরে (খ) স্বমত অভ্যাস-সংযোগবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

(ক) **প্রথম লক্ষ্য : আবশ্যিক-সম্পর্ক মতবাদ খণ্ডন :** — এই লক্ষ্যে তিনি দুটি যুক্তি দিয়েছেন

(i) এই সম্বন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না।
(ii) এই সম্বন্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেও জানা যায় না।

(i) কার্যকারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না কারণ-কার্যের কারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। অনেকে যেমন লক বলেন যে কারণের মধ্যে এক শক্তি আছে, যা কার্যকে ঘটায়, কিন্তু এরকম কোন শক্তি আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাতে তাপ লাগে। এখানে আগুনের সঙ্গে হাতে তাপ লাগার মধ্যে কোন আবশ্যিক-সম্বন্ধ বা আগুনের মধ্যে কোন শক্তি বিদ্যমান, আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না।

(ii) কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ হলে তা অবশ্যই বিশ্লেষক হবে, অর্থাৎ কারণকে বিশ্লেষণ করলে কার্যের ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু আগুন কে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুয়ের ধারণা পাই না, কার্য-কারণ সম্পর্ককে জানতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়, তাই কার্য-কারণ বিষয়ক বচন গুলি সংশ্লেষক।

সুতরাং, হিউমের সিদ্ধান্ত হল — কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

(খ) **স্বমত — অভ্যাস-সংযোগবাদ প্রতিষ্ঠা :** — কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা ও কার্য হল কারণের নিয়ত অনুবর্তী ঘটনা। 'জলপান' ও 'তৃষ্ণা নিবৃত্তি' এই দুটি ঘটনাকে বার বার পরপর ঘটতে দেখে আমাদের মনে একটি প্রবণতার সৃষ্টি হয় বা মানসিক রোঁকের সৃষ্টি হয়, যার ফলে আমরা একটিকে দেখে অন্যটির কথা মনে করি, কারণকে দেখে কার্যকে প্রত্যাশা করি, কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, আছে শুধু অভ্যাস-সংযোগ বা নিয়মিত পারম্পর্য, কার্য ও কারণের মধ্যে বিষয়গত কোন আবশ্যিকতা নেই, আবশ্যিকতা আছে আমাদের মনে, যা অভ্যাসজাত প্রত্যাশা বলে হিউম বুঝিয়েছেন।

— X —

Sumita Dutta.